بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১১ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো ফিনল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)

প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৭ নভেম্বর ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফিনল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা সদস্যগণ ভার্চুয়ালি এই সভায় যোগদান করেন ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিশন হাউস থেকে।

সভায় উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সাথে কথোপকথনের এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

আমেলার সদস্যদের সম্বোধন করে হুযূর আকদাস এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে, একজন মুসলমানের সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব হল দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আদায় করা, আর এ বিষয়ে আমেলার সদস্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত।

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, ওয়াকফে আরযী স্কিমের অধীনে, যেখানে ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে সময়ে উৎসর্গ করা হয়, সময় ও সম্পদ কুরবানীর মাধ্যমে আমেলার সদস্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত।

আমেলার একজন সদস্য, বিভিন্ন পরিবারে উদ্ভূত বৈবাহিক সমস্যাবলীর নিরসন কীভাবে করা যেতে পারে, এ বিষয়ে পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমার বই 'পারিবারিক সমস্যাবলী এবং এর সমাধান' আপনাদের পড়া উচিত। এ থেকে উদ্ধৃতি নির্বাচন করুন এবং ঘরে ঘরে বিতরণ করুন। এছাড়া, ধৈর্য এবং সহনশীলতার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের মাঝে ধৈর্যের অভাব রয়েছে। ছোট ছোট বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা হয় এবং চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ... পুরুষদের উচিত দয়ার্দ্রতা ও নম্রতা প্রদর্শন করা আর নারীদেরও ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত। এ জন্য, তরবিয়ত বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রস্তুত করা উচিত এবং সেগুলো পরিচালনা করা উচিত যেন পুরুষ এবং নারী উভয়ে নৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে। ... যদি আপনাদের সেক্রেটারি তরবিয়ত সক্রিয় হন তবে সমস্যার উদ্ভব কম হবে এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান উত্তমভাবে করা সম্ভব হবে।"

আরেকজন আমেলা সদস্য উল্লেখ করেন যে, ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের ছাত্রদের জন্য ইসলাম সম্পর্কে জানার কোন নির্ধারিত পাঠ্যক্রম নেই, আর এর ফলে কোন কোন স্কুলে এমন তথ্য প্রদান করা হয় যা প্রায়শই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযূর আকদাস বলেন যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি নির্ধারিত পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একটি অভিযান এবং সমন্বিত প্রয়াস তাদের গ্রহণ করা উচিত। হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদী মুসলমানদের এভাবে সহায়তা প্রদান করা উচিত যেন কোন পাঠক্রম ইসলামের সেই সকল মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যে-সকল বিষয়ে সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

আরেকজন আমেলা সদস্য উল্লেখ করেন যে, ফিনল্যান্ডের কিছু মানুষ ধর্মের বিষয়ে খোলাখুলি সংলাপের বিষয়ে সহজে এগিয়ে আসেন না। আমেলার সেই সদস্য এ বিষয়ে পরামর্শ চান যে, এমন ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের শিক্ষাকে পরিচিত করার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের উচিত হবে মানুষের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করা। নিজেদের প্রতিবেশীদের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখুন আর তাদেরকে (আপনাদের বিশ্বাস সম্পর্কে) অবহিত করুন। নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করুন এবং তাদেরকে সেখানে আমন্ত্রণ করুন। আপনারা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সভা বা অন্য কোনো এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারেন যেখানে তারা এসে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শুনতে পারবেন। তারা নিজেরাই তখন প্রশ্ন

করবেন এবং এর ফলে একটি পরিচিতি গড়ে উঠবে। পত্রপত্রিকায় ইসলাম এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখুন। প্রকৃত শান্তি কী এবং সমাজে কীভাবে এটি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী এ সম্পর্কে কথা বলুন। সমসাময়িক সমস্যাবলী এবং সেসব বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা সম্পর্কেও লিখুন। তখন তারা অনুধাবন করবেন যে, এরা কেবল আমাদের সাথে ধর্মের বিষয়ে কথা বলছেন না, বরং তারা এমনকি সমসাময়িক সমস্যাবলীর বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারেন।"

হুযূর আকদাসকে আরো প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষকে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বইসমূহ পাঠ করতে কীভাবে উৎসাহিত করা যায়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিভিন্ন বিষয়ের উপর বইগুলো থেকে ছোট ছোট উদ্ধৃতি নির্বাচন করুন এবং সেগুলো ছাপিয়ে মানুষের মাঝে বিতরণ করুন। যারা বই পড়তে অভ্যস্ত নন, তাদের জন্য একটি পুরো বই পড়া কঠিন। সুতরাং, যখন আপনারা তাদেরকে ছোট ছোট উদ্ধৃতি প্রদান করবেন, তারা সেগুলো পাঠ করবেন এবং তাদের একটি আগ্রহ গড়ে উঠবে। ... আজকাল সাধারণভাবে মানুষ পড়ার বিষয় বেশি রাখে না। তারা চায় ৩০ সেকেন্ডে কোন তথ্য লাভ করতে বা কোন টিভি প্রোগ্রাম দেখতে। মানুষের মনোযোগ এখন এসবের দিকে ঝুঁকে গেছে। অথবা আপনারা অডিওবুক তৈরি করতে পারেন। মানুষের কাছে সেগুলোকে এমনভাবে সহজলভ্য করুন যেন সফর করতে করতে তারা সেগুলো শুনতে পারেন।"